

বাণেনাংবা বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১১ মাঘ ১৪৩২/২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রবিবার, সন্ধ্যা ০৬:৩০ টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর কনফারেন্স রুমে ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী।



বিএনএফ-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন

পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও Sponsor ও Subscriber হিসেবে সাধারণ পরিষদের সম্মানিত স্থায়ী সদস্য জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর মৃত্যুতে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, শোক প্রস্তাব উপস্থাপন ও দোয়া করা হয়।



বিএনএফ-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও Sponsor ও Subscriber হিসেবে সাধারণ পরিষদের সম্মানিত স্থায়ী সদস্য জনাব এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর মৃত্যুতে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

- ❖ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- ❖ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
- ❖ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯৪,৮০,১১,৬২৪/- (চুরানব্বই কোটি আশি লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৭৫,২৫,৭০,০০০/- (পঁচাত্তর কোটি পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
- ❖ ‘মেহফেল হক এন্ড কোং’-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ❖ আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ও প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব এনজিও-স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-কে দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- ❖ আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি, ব্র্যাক-কে প্রথম মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- ❖ চাঁদা (contribution) প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হতে ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ও জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ-কে দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।
- ❖ চাঁদা (contribution) প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হতে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী-কে প্রথম মেয়াদে আগামী ২ বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মুখ্য সম্পাদক

মোঃ শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান



বিএনএফ-এর অনুদানে নোয়াখালী জেলার দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নোয়াখালী সদর উপজেলায় বিএনএফ-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে ২৯ জন সুফলভোগীকে ২৯টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়।

তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী সদর উপজেলায় বিএনএফ-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সংস্থাটি বিএনএফ-এর নিয়মিত অনুদানে সুফলভোগীগণের জন্য ১টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে ৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ ও ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে দেয়।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



বিএনএফ-এর অনুদানে নোয়াখালী সদর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত শীতাত্তরদের মাঝে কম্বল বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নোয়াখালী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা’ ০৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিএনএফ-এর অনুদানে নোয়াখালী সদর উপজেলার ১নং চরমটুয়া ইউনিয়নের উদয় সাধুর হাটস্থ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে শীতাত্তরদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ৭৫ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৭৫টি কম্বল বিতরণ করেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে নোয়াখালী সদর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত নলকূপ স্থাপন কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১০ জানুয়ারি বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গভীর নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরে তিনি চাটখিল উপজেলার তালতলা মহিলা আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ‘অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক আয়োজিত ৭৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ৭৫টি কম্বল বিতরণ করেন।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

জনাব মোঃ এনামুল হক

(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশে বৈশ্বিক এনজিওসমূহের কার্যক্রম ব্যাপকহারে সংকোচনের ফলে দেশীয় এনজিওসমূহ যখন অর্থাভাবে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছিল ঠিক সে সময়ে দেশের অসহায়, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সে সকল এনজিওসমূহের ত্রাতা হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশে এনজিও-এর সংখ্যা কয়েক হাজার। তারমধ্যে বিএনএফ-এর তালিকাভুক্ত সহযোগী সংস্থা (এনজিও)-এর সংখ্যা ১,১৯৫টি। বিএনএফ এ সকল সহযোগী সংস্থাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিক্রমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুমুখী

কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় রয়েছে। এ জন্য বিএনএফ থেকে তারা নিয়মিত আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হচ্ছে। এ ছাড়া দারিদ্র্যপিড়িত জেলা, দেশের অভ্যন্তরে বিলুপ্ত ছিটমহল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গ্রামীণ দারিদ্র্যমুক্তকরণ কর্মসূচি, দরিদ্র ও অবহেলিত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, চা-শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিয়ে বিএনএফ বিশেষ অনুদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

বিএনএফ-এর সহযোগী সংস্থা পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও) ফরিদপুর জেলা কেন্দ্রিক একটি এনজিও। দরিদ্র অসহায় নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মমুখী শিক্ষা ও আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বিএনএফ-এর অনুদান দ্বারা পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন একাধিক সধারণ ও বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বিএনএফ-এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বিশেষ অনুদানের ৫.০০ লক্ষ টাকায় 'রিকশা বিতরণ' কর্মসূচিতে ফরিদপুর সদর উপজেলার চর মাধবদিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি ডাক্তার (গ্রামের) অসহায় ও দরিদ্র ১২ জন পুরুষকে ১২টি রিকশা বিতরণ করেছে।



বিএনএফ হতে হতদরিদ্রদের প্রদানকৃত রিকশা কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব মোঃ এনামুল হক।

সরেজমিন পরিদর্শনকালে সুফলভোগীগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বিনামূল্যে রিকশা পাওয়ায় তাঁরা খুবই উপকৃত হয়েছেন। সুফলভোগী সকলেরই রিকশা চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, এ যাবৎ অন্যের রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সারা দিনের কষ্টার্জিত উপার্জনের বড় অংশ রিকশা মালিককে পরিশোধ করে অবশিষ্ট অর্থে সংসার চালানো তাঁদের জন্য কষ্টকর ছিল। যাদের নিজের রিকশা ছিল, রিকশাটি পুরনো ও মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ায় ক্রমশই তাঁদের আয় কমে আসছিল। বিএনএফ তাঁদের বিনামূল্যে রিকশা প্রদান করায় তাঁরা এখন রিকশার মালিক হয়েছেন। সময়ের পরিক্রমায় গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হওয়ায় জনজীবনে গতিময়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তাঁদের দৈনিক গড় আয় ন্যূনপক্ষে ৭০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকার উপরে। গ্রামীণ জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য এটি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক পর্যায়ের আয়। উক্ত আয় থেকে তাঁরা কিছু অর্থ সংগ্ৰহ করতে পারছেন।

সুফলভোগীগণের সদিচ্ছা এবং স্থায়ী ভাগ্য পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় মনোবলের উপর এর সফলতা ধরে রাখা অনেকটা নির্ভরশীল। উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিএনএফ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুফলভোগীগণের প্রশিক্ষিত করে থাকে। আলোচ্য কর্মসূচির সুফলভোগীগণ জানিয়েছেন যে, তাঁদের উপার্জনের একমাত্র সম্বল রিকশাটি কোন ত্রুটি দেখা দিলে নিজেরাই মেরামত করে তা সচল রাখছেন।

বিনামূল্যে রিকশা পাওয়ায় সুফলভোগী পরিবারসমূহ দারিদ্র্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখছে। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পরিবারের অভাব-অনটন মোচনের ক্ষেত্রে আরো বেশি অবদান রাখতে পারছেন। রিকশার মালিকানা পেয়ে তাঁরা আর্থিকভাবে লাভবান ও স্বাবলম্বী হয়েছেন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ বহন, পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে।

সুফল্যুগাথা

বিএনএফ হতে ভ্যান পেয়ে অভাব ঘুচেছে ঝিকরগাছার
মিজানুর রহমানের



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে ভ্যান পেয়ে ভ্যান চালাচ্ছেন যশোরের
মিজানুর রহমান

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী গ্রামের আব্দুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান পেশায় একজন দিনমজুর। মাঝে মধ্যে দৈনিক ১৫০-২০০ টাকায় অন্যের ভ্যান ভাড়া নিয়ে চালাতেন। তাঁদের ২ কন্যা সন্তানসহ ৪ জনের সংসার। এ আয় দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোন রকমে দুবেলা দুমোঠো খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হতো। সামর্থ্য না থাকায় নিজে ভ্যান কিনতে পারেননি। কোনো কোনো দিন ভ্যান ভাড়া বা দিনমজুরের কাজ না পাওয়ায় অলস বসে থাকতে হতো। কোনো কোনো দিনে তাঁদেরকে অনাহারেই কাটাতে হতো।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা 'ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (ডিআরও)'-এর মাধ্যমে হতদরিদ্রদের উন্নয়নে বিনামূল্যে ভ্যান প্রদান কর্মসূচি

বাস্তবায়ন করে। ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন অর্গানাইজেশন ভ্যান প্রদান কর্মসূচির আওতায় সার্ভে করে মিজানুর রহমানসহ ১১ জনকে সুফলভোগী নির্বাচন করে।

ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন অর্গানাইজেশন মিজানুর রহমানকে ও অন্য ১০ জনকে একটি করে পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করে। মিজানুর ভ্যানটি পেয়ে কী যে খুশি তা তাঁকে স্বচক্ষে না দেখলে বুঝানো যাবে না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে একটি ভ্যান পাওয়ায় তাঁকে এখন আর ভ্যান ভাড়া নিতে হয় না। এতে ভ্যান ভাড়া নেওয়া বাবদ প্রতিদিন ১৫০-২০০ টাকা সাশ্রয় হয়। তাছাড়া একটি ভ্যান পেয়ে তাঁর মনের জোর বেড়ে যায় এবং নতুন উদ্যোগে ভ্যান চালাতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ভ্যান চালিয়ে প্রতিদিন ৫-৬ শত টাকা এমনকি কোনো কোনো দিন ১,০০০/- টাকাও আয় করে থাকেন।

মিজানুর রহমানের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু টাকা সঞ্চয় করে একটি ভেড়ি ক্রয় করেন। ভেড়িটি অনেকগুলো বাচ্চা দেয়। বাচ্চা বড় করে বিক্রি করে এবং ভ্যান চালিয়ে সঞ্চয়ত টাকা দিয়ে বাছুরসহ একটি গাভি ক্রয় করেন। মেয়ে দুটি বড় হলে তাদের বিবাহ দেন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রত্যেক মেয়েকে ১টি করে বকনা বাছুর ও ১টি করে সেলাই মেশিন দেন। মেয়েরা গরু পালন করে ও সেলাই মেশিন চালিয়ে স্বামীর সংসারে সুখে-শান্তিতে আছেন।

এছাড়াও ভ্যানের আয় থেকে মিজানুর রহমান বাড়িতে একটি সেমিপাকা ল্যাট্রিন তৈরি করেছেন। তাঁর এখন ৪টি গরু আছে। যার আনুমানিক মূল্য ১,২৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠাশ হাজার) টাকা। মিজানুর আর তাঁর পরিবার অনেক সুখে-শান্তিতে আছেন। ভ্যান প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন অর্গানাইজেশনকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। উক্ত অনুদানে সংস্থাটি ১১ জনের প্রত্যেককে ১৬,০০০/- টাকা মূল্যে ভ্যান প্রদান করে।

বিএনএফ হতে মা ছাগল পেয়ে সচ্ছলতা এসেছে জয়পুরহাটের সেলিনার



সেলিনা বেগম ও তাঁর ছাগল

ভৌগোলিক অবস্থান এবং উঁচু ভূমি সমুদ্র থেকে দূরে এবং বড় নদী প্রবাহ এর পাশ দিয়ে না যাওয়ায় জয়পুরহাট জেলায় বড় ধরনের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি প্রভাব পড়ে না। উঁচু ভূমি হওয়ায় অতি বৃষ্টিপাত হলে সামান্য বন্যা হয়ে থাকে। তবে বরেন্দ্র অঞ্চল হওয়ায় এটি খরা প্রবণ এলাকা। এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় কৃষি খাতে খরার প্রভাব তেমন পড়ে না। জেলার পাঁচবিবি উপজেলা প্রকৃতিগতভাবে কৃষি প্রধান এলাকা।

সিরাজুল হক ও রেজিয়া খাতুনের মেয়ে সেলিনা বেগম। সেলিনা বেগমের স্বামী মো. ছানোয়ার হোসেন মুরগির খামারে কাজ করতেন। সেলিনা বেগম বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করে ও স্বামীর আয়ে ২ সন্তানসহ ৪ জনের পরিবারটি সুখে-শান্তিতে চলছিলো। করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাস সকলের মতো তাঁর জীবন সংসারেও থাবা মারে। স্বামীর কাজের জায়গা মুরগির খামার বন্ধ হয়ে যায়। যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা ভেঙ্গে সংসারে দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সঞ্চয়ের টাকা শেষ হয়ে যায়। করোনার প্রাদুর্ভাবের কয়েক মাস পর স্বামী করোনায় আক্রান্ত হন। প্রতিবেশীদের সাথে তাঁদের মেলামেশা ও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষটি অসুস্থ হওয়ায় ও আয়ের উৎস মুরগির খামার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। গৃহ পালিত পশু-পাখী একটা একটা করে বিক্রি করতে হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। এভাবে তাঁরা নিঃশ্বাস নিয়ে পড়েন। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সেলিনা অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করেন। অন্যের বাড়িতে কাজ করে মাসে ১,৫০০/- টাকা আয় করতেন।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ‘বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড হিউমেনিটারিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন)’ সেলিনা বেগমকে ২টি মা ছাগল প্রদান করে। ছাগল প্রদানের আগে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন এ আই টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে ছাগল পালনের উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বন্ধনের নিয়োজিত এ আই টেকনিশিয়ান নিয়মিত ছাগল তদারকি করতে থাকেন। টেকনিশিয়ানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পিপিআর এল ভ্যাকসিনসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ছাগল পালনের উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে ১ দিনের এবং যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বন্ধন।

সেলিনা বেগম ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ পাওয়ায় সেলিনা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে সে মোতাবেক ছাগল পালন করতে থাকেন। মা ছাগল ২টি প্রথম বছরেই ৩টি বাচ্চা প্রসব করে। তিনি ২টি ছাগল বিক্রি করে কবুতর, হাঁস ও মুরগি ক্রয় করেন এবং তাদের পালনের জন্য ঘর তৈরি করেন। কবুতর, হাঁস ও মুরগি পালন শুরু করলে সেলিনা ও তাঁর স্বামী সেখানে সময় দিতে থাকেন। তাঁদের প্রতিমাসে গড়ে ১৪,০০০ টাকা আয় হয়ে থাকে। ছেলে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এবং মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

পাঁচবিবি পৌরসভার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদীর পাশে সেলিনাদের বাড়ি হওয়ায় পশু-পাখী বিচরণের জন্য প্রচুর জায়গা

থাকায় পশু-পাখী পালনের জন্য তাঁকে খাবার কিনতে হয় না। গবাদি পশু-পাখী পালনের অনুকূল পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কঠোর পরিশ্রমে তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে।

সেলিনা ও তাঁর স্বামী কঠোর পরিশ্রম করে বিএনএফ হতে পাওয়া ২টি ছাগল পালন করে এখন তাঁদের ছাগলের সংখ্যা ৬টি, কবুতর ৫০ জোড়া, দেশি হাঁস ৭টি, রাজহাঁস ৪টি, মুরগি বাচ্চাসহ ২১টি। এখন সেলিনা প্রতিমাসে ১৮ থেকে ২২ জোড়া কবুতরের বাচ্চা বিক্রি করেন। পরিবারের সকলে নিজেদের এ সকল পশু-পাখী পালনে কাজ করার ফলে আর্থিকভাবে সক্ষম হয়েছেন। সেলিনা তাঁর দুর্দিনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ছাগল ও প্রশিক্ষণ পাওয়ায় গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মা ছাগল ও ভেড়ি পেয়ে অবস্থার উন্নতি হয়েছে লালমনিরহাটের জুয়েল মিয়ার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ও রাজপুর ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী সংস্থা নজীর (নতুন জীবন রচি)-কে ২০২৪ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। উক্ত অনুদানে নজীর ৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ১টি করে মা ছাগল ও ১টি করে ভেড়ি, ৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার, ১২ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে ১ বছর যাবৎ থেরাপিসেবা প্রদান এবং ৫ জন মৃগী রোগিকে ডাক্তার দেখানো ও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ১ বছর যাবৎ ঔষধ প্রদান করে।



লালমনিরহাটের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জুয়েল মিয়ার ছাগল, ভেড়া-ভেড়ি

লালমনিরহাট সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের হরিনচড়া গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলামের তিন কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র মো. জুয়েল মিয়াসহ ৬ সদস্যের পরিবার। অভাব-অনটনের সংসার তাঁদের। জুয়েল মিয়া পেটে থাকাকালীন সময়ে তাঁর মা পেটে আঘাত পেয়েছিলেন। জন্মের সময় কিছুটা অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। তাঁর বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক বাচ্চাদের চেয়ে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বয়স অনুপাতে তাঁর বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নাই। বয়স বাড়লেও রং চিনতো না, বারের নাম বলতে পারতো না, টাকা পয়সা চিনতো না, ঠিকানা

বলতে পারতো না এবং সামাজিক অনুষ্ঠান বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যেতে চাইতো না, ইত্যাদি ধরনের সমস্যা দেখা যেতো।

জুয়েলকে নিয়ে বাবা মা দুঃচিন্তায় পড়ে যান। আস্তে আস্তে জুয়েল বড় হতে থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। পরে পরীক্ষা করে জানা যায় জুয়েল একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় পরিবার তাঁকে সঠিক চিকিৎসা করাতে পারেনি। ফলে পড়াশুনা করানো সম্ভব না হওয়ায় বাপের সাথে কৃষি কাজ শুরু করেন।

নজীর (নতুন জীবন রচি) ২০২৪ সালে বিএনএফ-এর অনুদানে বাস্তবায়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে তাঁকে ১টি ভেড়ি ও ১টি মা ছাগল প্রদান করে। বাবার সাথে কৃষি কাজের পাশাপাশি ছাগল ও ভেড়ি লালন-পালন করতে শুরু করেন। ছাগল ও ভেড়ি বংশবৃদ্ধি করতে করতে ৯টি ছাগল, ভেড়ি ও ভেড়া হয়। পরিবার ১টি ছাগল বিক্রি করে কৃষি কাজে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তাঁর ৮টি ছাগল, ভেড়ি ও ভেড়া বাজার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা।

জুয়েল এখন পরিবারের বোঝা নয়। আগে পরিবার এবং প্রতিবেশীর কাছে অবহেলিত হলেও বর্তমানে তাঁর পরিশ্রম দেখে সবাই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। জুয়েল নিজেও মনে করেন তিনি পরিবার এবং নিজের জন্য কিছু করতে পারছেন।

খাবার বিক্রির কাঁচে ঘেরা ঠেলা ভ্যান পেয়ে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে চুয়াডাঙ্গার নারী খাবার বিক্রেতাগণের

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার বিক্রি ও জনগণকে সচেতন করা এবং নারী ফেরিওয়ালাদের নিরাপদ খাবার বিক্রির মাধ্যমে দরিদ্র নারী ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং সচেতন করে তোলার মাধ্যমে সমাজ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে খাবার বিক্রির জন্য কাঁচে ঘেরা ভ্যান প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জেলায় অন্যান্য



বিএনএফ হতে পাওয়া কাঁচে ঘেরা ঠেলা ভ্যানে করে খাবার বিক্রি করছেন চুয়াডাঙ্গার জুলিয়া বেগম।

সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলার ‘রুদ্রাল ইকোনমিক এ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (রিসো)’ নামক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রিসো-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

যে সকল নারী খাবার বিক্রি করে উক্ত অনুদানে জুলিয়াসহ এমন ৮ জন নারীকে ৮টি কাঁচে ঘেরা ঠেলা ভ্যান প্রদান করে। প্রতিটি এমন ঠেলা ভ্যান তৈরি করতে ব্যয় হয় ২৬,৬০০/- টাকা। সুফলভোগীগণকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরি, সংরক্ষণ ও বিক্রি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ফলে তাঁরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা শহরের সুমিরদিয়া ক্লাব পাড়ার বাসিন্দা জুলিয়া বেগম। স্বামী ও তিন ছেলেকে নিয়ে ছিল তাঁদের অভাবের সংসার। স্বামী ইট ভাটার শ্রমিকের কাজ করে মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করতেন। ইট ভাটার কাজ বন্ধের ৬ মাস হয়। বাকী ৬ মাস কোনদিন কিছু কাজ পান আবার পান না। তাছাড়া অসুস্থতার কারণে সব রকম কাজও করতে পারেন না। তাই সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে বড় ছেলে দুটোকে লেখাপড়া বন্ধ করে রাজমিস্ত্রির জোগালে হিসেবে কাজে লাগিয়ে দেন। স্বামী আর দুই ছেলের আয় দিয়ে ভালোই চলছিল জুলিয়ার সংসার। কিন্তু সে সুখ বেশিদিন সইলো না জুলিয়ার কপালে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই একে একে বিয়ে করে ছেলে দুটো আলাদা হয়ে গেলো। আবারও অথৈ সাগরে পড়লো জুলিয়া। স্বামীর অল্প আয়ে সংসারই চলে না, ছোট ছেলের লেখাপড়ার খরচ কীভাবে চালাবেন ভেবে কুল কিনারা পান না।

উপায়ান্তর না পেয়ে সংসারের অভাব ঘোচাতে পাশের প্রাইমারি স্কুলের সামনে ভাজা খাবার বিক্রি শুরু করেন জুলিয়া। প্রথমে সকালে স্কুলের সামনেই ভাজা বেঁচতেন। পরবর্তীতে সকালে স্কুলের সামনে এবং বিকেলে পাড়ার মোড়ে বসে চপ, পিয়াজুসহ নানা ধরনের ভাজা খাবার বিক্রি শুরু করেন। মায়ের কাজে সহযোগিতা করতে গিয়ে ছোট ছেলেটারও লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীর সামান্য আয় আর ব্যবসা থেকে দিনে ১-২ শত টাকা যা লাভ হয় তাই দিয়ে কোন রকমে চলছিলো জুলিয়ার সংসার।

জুলিয়া বিএনএফ হতে ১টি ভ্যান পেয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন, গাড়িটা আমার খুব দরকার ছিল স্যার। খোলা জায়গায় ভাজা খাবার বেচতাম বলে উপরের স্যাররা স্কুল ভিজিটে আসলে আমাকে সেদিন স্কুলের সামনে বেচতে দিতেন না। আবার পাড়ার মোড়েও লোকজন নাক সিটকাতেন। ধুলো-বালি, মশা-মাছির জন্য খোলা জায়গার খাবার খেতে চাইতেন না। গরিব মানুষ কি করবো, ঠিক মতো খাবার জোটে না, কাঁচ ঘেরা ভ্যান পাবো কোথা থেকে? যার কেউ নেই তাঁর আল্লাহ আছে স্যার। তিনিই হয়তো আপনাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাইতো ‘রিসো’ এনজিও-এর মাধ্যমে আমাকে বিনামূল্যে এ কাঁচ ঘেরা সুন্দর ভ্যানটি দিলেন।

ভ্যানের সাথে ১টি বড় ছাতা, বসার টুল, বালতি, মগ, সাবানদানী ও গামছা দিয়েছে। ভ্যান ও এ উপকরণগুলো পেয়ে তাঁর খুবই উপকার হয়েছে। এ সুন্দর ভ্যানে করে চপ, পিয়াজু, ছোলা, চটপটি, পাপড়সহ

বিভিন্ন ধরনের খাবার বিক্রি করছেন। আশপাশে সভা বা বড় অনুষ্ঠান হলে গাড়িটা সহজেই ঠেলে নিয়ে যেয়ে সেখানে বসতে পারেন। বেচা-কেনাও অনেক হয়ে থাকে। আগে দিনে ১-২ শত টাকা লাভ হতো। এখন দিনে ৬-৭ শত টাকা লাভ হচ্ছে। তিনি এ ব্যবসার আয় থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করেছেন। প্রতিদিন ৪০/৫০ টাকা করে মাটির ব্যাংকে জমা রাখেন। জমানো টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে গরু বা ছাগল কিনে পালন করার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। জুলিয়া বেগম বলেন, এ ভ্যান আমার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। আমার কষ্ট দূর হয়েছে। জুলিয়া বেগমে উন্নতির পাশাপাশি এলকার জনগণও ধুলা-বালিমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে পারছেন। এতে পরোক্ষভাবে এলাকার জনগণও উপকৃত হয়েছেন।

বিএনএফ-এর অনুদানে টাঙ্গাইলে চোখের চিকিৎসা ও ছানি অপারেশন



বিএনএফ-এর অনুদানে টাঙ্গাইল জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা-এর মাধ্যমে চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন কর্মসূচিতে ডাক্তার চক্ষু পরীক্ষা করছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইল জেলার ‘সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)’ নামক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা ও ছানি রোগীদের চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন তাদের এলেক্সা শাখায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের দিয়ে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং আয়োজন করে। বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং এ চিকিৎসার জন্য চোখের সমস্যা নিয়ে কয়েকশত রোগি আসেন। যাদের ছানিজনিত সমস্যা ছিল এমন ৫০ জনকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করে এবং চোখের ছোটখাট সমস্যা যাদের ছিল তাঁদের প্রেসক্রিপশন করে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করে।

টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলায় বারান শেখ ও কাঞ্চন বেগমের ছেলে মোহাম্মদ আলী। বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে তিনি চোখের ছানি সমস্যায় ভুগছিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে চিকিৎসা করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ছানির কারণে তিনি ঠিকমতো দেখতে



বিএনএফ-এর অনুদানে
বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের পর
টঙ্গাইলের মোহাম্মদ আলী

পারতেন না। ফলে চলাফেরা ও
নিজের কাজকর্মও করতে
পারছিলেন না। এ সমস্যার কারণে
তিনি পরিবারের কাছে একধরনের
বোঝা হয়ে দাঁড়ান এবং
অবহেলিত ও নির্ভরশীল হয়ে
পড়েন। এতে তিনি মানসিকভাবে
ভেঙ্গে পড়েন।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং
এসোসিয়েশন বিনামূল্যে
মেডিকেল ক্যাম্পে মোহাম্মদ
আলীর চোখের পরীক্ষা-নিরীক্ষা
সম্পন্ন করে বিশেষজ্ঞ চক্ষু
চিকিৎসক দ্বারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
ছানি অপারেশন করে। মোহাম্মদ

আলীর চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল স্ক্রিনিং, ছানি অপারেশন,
অপারেশন পূর্ব ও পরবর্তী ওষুধ সরবরাহ, ফলো-আপ চিকিৎসা সেবা,
যাতায়াত ব্যয় এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা দেওয়া হয়।

অপারেশন করার পর তিনি সম্পূর্ণ ভালোভাবে দেখতে পারছেন।
এখন তিনি কারো উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় তাঁর মনোবল বৃদ্ধি
পেয়েছে, অবহেলা ও নির্ভরশীলতার হাত থেকে পরিদ্রাণ পেয়েছেন।
এতে পরিবারের সদস্যবৃন্দ খুশি ও আনন্দিত। এমন ৫০ জনের ছানি
অপারেশন করায় ৫০টি জীবন নতুনভাবে ফিরে পেয়েছে ও তাঁদের
পরিবার এ যন্ত্রণা হতে রক্ষা পেয়েছেন।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন
সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী
সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে
অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং চেয়ারম্যান
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে
কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-কে
আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত
আলোচনা করা হয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন
জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ মাসে ২টি সভার মাধ্যমে ৬০টি সহযোগী সংস্থার
মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা
হয়। এর মধ্যে ৪৩টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা নিয়মিত
অনুদান এবং ১৭টি সংস্থার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান
করা হয়।

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ মাসে নিয়মিত অনুদানে ৬৩টি সহযোগী সংস্থার
কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৩৩টি
সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করা
হয়েছে এবং বিশেষ অনুদানের ৩৮টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম
পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২০টি সহযোগী সংস্থার
কার্যক্রম পরিবীক্ষণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত
প্রতিবেদনসমূহের বিষয়ে নির্দেশিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাসিক সমন্বয় সভা



বিএনএফ-এর মাসিক সমন্বয় সভা

ডিসেম্বর, ২০২৫ এ নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক যোগদানের পর হতে
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে মাসিক সমন্বয় সভা চালু করা হয়।
প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ
এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাপতিত্ব করে
থাকেন। সমন্বয় সভায় অফিসের প্রত্যেক ইউনিটের কাজের অগ্রগতি,
অনিপ্পন্ন কার্যাদি, অফিসের সার্বিক কার্যাবলী, সহযোগী সংস্থাসমূহের

অনুকূলে বরাদ্দকৃত অনুদানে বাস্তবায়িত কার্যাবলী, সহযোগী সংস্থাসমূহের সমস্যা ও করণীয়, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। মাসিক সমন্বয় সভায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদানের ফলে সার্বিক কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং অনিষ্টপূর্ণ পত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে।

বিএনএফ-এ জনবল নিয়োগ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে ৩ জন জুনিয়র নির্বাহী অফিসার এবং ৪ জন নির্বাহী সহকারী নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি প্রার্থীগণের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে তাঁদের লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার দক্ষতা ও

ভাইভা নিয়ে মেধাতালিকা ও অপেক্ষমান তালিকা করা হয়। মেধাক্রম হতে ৩ জন জুনিয়র নির্বাহী অফিসার এবং ৪ জন নির্বাহী সহকারীকে যোগদানের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে জুনিয়র নির্বাহী অফিসার হিসেবে জনাব মোঃ রিফায়েত হোসেন, জনাব মহিউদ্দিন আল আহমেদ অনিক ও জনাব মোঃ মেহেদী হাসান এবং নির্বাহী সহকারী জনাব মেহেদী হাছান, জনাব মোঃ সাগর হোসেন ও জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম যোগদান করেছেন। ১ জন নির্বাহী সহকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগদান না করায় উক্ত পদে অপেক্ষমান তালিকা হতে নিয়োগ দেওয়া হবে। যোগদানকৃতগণকে বিএনএফ-এর প্রতি ইউনিটে সংযুক্ত দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের বিভিন্ন ইউনিটে পদায়ন করা হয়।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৮	৩০২	৩০	০	১৫১	৩০৬	৩০৩
২	গাভি প্রদান	১৫	৯৭	৫৭	২০	৭৭	২২৯	২২৬
৩	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	৬	৯৭	২৩	০	৯৭	১৯৮	২২৮
৪	ভ্যান প্রদান	৩	২৬	১০	২১	৫	৬০	৫৭
৫	তাঁতশিল্পের উন্নয়ন	২	৪২	৭	০	৪২	৮০	১০০
৬	মুরগি পালন	১	২৭০	৪	১	২৬	৪	১০৪
৭	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২	৪০	৮	২০	২০	৬৫	৮০
৮	অন্যান্য	৬	২৬৩	১৯	৭২	১৯১	২১৪	৩৯৮
	মোট	৪৩	১,১৩৭	১৫৮	১৩৪	৬০৯	১,১৫৬	১,৪৯৬

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	১	২৪	২	৪	৮	১৬	৩২
২	গাভি প্রদান	৬	২৪	১২	৭	১৭	৫৬	৭০
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ	৮	৫৬	১৬	১২	৪৪	১১৬	১৮০
৪	পায়েচালিত ভ্যান প্রদান	২	১৮	৫	১০	৮	২৬	৩৫
৫	মোট	১৭	১২২	৩৫	৩৩	৭৭	২১৪	৩১৭

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে অনুদান প্রদান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে যে অনুদান প্রদান করা হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

	সহযোগী সংস্থার নাম ও জেলা	অনুদানের পরিমাণ	কর্মসূচির নাম	কর্ম এলাকা (উপজেলা, জেলা)
১	ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো), ঢাকা	২,০০,০০০/-	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও চোখের ছানি অপারেশন	মিরপুর, ঢাকা
২	হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিলেট	৪,০০,০০০/-	বেসিক কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ	সিলেট সদর
৩	বাংলাদেশ শেল্টার, চাঁদপুর	৩,৫০,০০০/-	গরিব ও অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	মতলব উত্তর ও দক্ষিণ, চাঁদপুর
৪	সমাধান সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, মাদারীপুর	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	মাদারীপুর সদর
৫	সোশ্যাল এসোসিয়েশন ফর ফ্যামিলি এডভান্সমেন্ট (শেফা), ঢাকা	৩,৫০,০০০/-	সেলাই প্রশিক্ষণ ও ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন বিতরণ	সাভার, ঢাকা
৬	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (এফপিএবি), ঢাকা	৩,৫০,০০০/-	গর্ভকালীন নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্পের আওতায় সহায়তা প্রদান	খুলনা সিটি কর্পোরেশন
৭	মানব কল্যাণ কেন্দ্র (এমককে), শরীয়তপুর	৩,৫০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	জাজিরা, শরীয়তপুর
৮	আদর্শ সমাজ প্রযুক্তি সেবা সংস্থা, জামালপুর	৪,০০,০০০/-	খাঁচায় দেশীয় জাতের মুরগি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	মাদারগঞ্জ, জামালপুর
৯	পল্লী দারিদ্র্য কল্যাণ সংস্থা, যশোর	৪,০০,০০০/-	সেলাই প্রশিক্ষণ ও ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন বিতরণ	অভয়নগর, যশোর
১০	একতা পঞ্চগ্রাম ফেডারেশন, লালমনিরহাট	৪,০০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	লালমনিরহাট সদর
১১.	জন হিতৈষী সংস্থা, পাবনা	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	চাটমোহর, পাবনা
১২.	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	৪,০০,০০০/-	দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	পীরগঞ্জ, রংপুর
১৩	স্বদেশ উন্নয়ন সংসদ-এসইউএস, চাঁদপুর।	৪,০০,০০০/-	বিনামূল্যে গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	কচুয়া, চাঁদপুর
১৪	সোসাইটি ফর এডুকেশন অফ দি ইনটেলেকচুয়াল ডিজএবল্ড, বাংলাদেশ, ঢাকা	৩,৫০,০০০/-	প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
১৫	পিজন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, খুলনা	৩,৫০,০০০/-	পায়ে চালিত ভ্যান ও সেলাই মেশিন বিতরণ	বটিয়াঘাটা, খুলনা
১৬	কোষ্টাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর উইমেন (সিডো), সাতক্ষীরা	৪,০০,০০০/-	প্রান্তিক পিছিয়ে পড়া নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	সাতক্ষীরা সদর ও তালা, সাতক্ষীরা
১৭	পল্লী প্রগতি সংস্থা, যশোর	৪,০০,০০০/-	নারীর ক্ষমতায়নে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	ঝিকরগাছা, যশোর
১৮	সাতক্ষীরা মানব উন্নয়ন সংস্থা, সাতক্ষীরা	৩,০০,০০০/-	দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১৯	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব রুর্যাল পিপলস (ডরপ), রংপুর	৩,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	পীরগঞ্জ, রংপুর
২০	আলোর পথে, ঠাকুরগাঁও	৩,৫০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
২১	ভোরের আলো মহিলা সংস্থা, শেরপুর	৪,০০,০০০/-	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	শেরপুর সদর
২২	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পউস), ঝিনাইদহ	৪,০০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
২৩	পিপলস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা	৩,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	লাকসাম, কুমিল্লা
২৪	নলছিটি মডেল সোসাইটি, ঝালকাঠি	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	নলছিটি, ঝালকাঠি
২৫	সুপ্রভাতী (মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা), যশোর	৩,০০,০০০/-	নিরাপদ খাদ্য বিক্রির উপযোগী ভ্যান বিতরণ	যশোর সদর
২৬	সবার সাথে চলবো, কুষ্টিয়া	৪,০০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ এবং হইল চেয়ার বিতরণ	মিরপুর, কুষ্টিয়া
২৭	কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস), কুষ্টিয়া	৩,৫০,০০০/-	হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ	কুমারখালী, কুষ্টিয়া

	সহযোগী সংস্থার নাম ও জেলা	অনুদানের পরিমাণ	কর্মসূচির নাম	কর্ম এলাকা (উপজেলা, জেলা)
২৮	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস), লক্ষ্মীপুর	৩,৫০,০০০/-	পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান	রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
২৯	মানব উন্নয়ন সংস্থা, সিরাজগঞ্জ	৩,৫০,০০০/-	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
৩০	জালালাবাদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা	৪,০০,০০০/-	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	বড়লেখা, মৌলভীবাজার
৩১	প্রভা সোসাইটি, ঝিনাইদহ	৩,৫০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	ঝিনাইদহ সদর
৩২	সীসা যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ময়মনসিংহ	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	মুন্সিগাছা, ময়মনসিংহ
৩৩	আওয়ার ভিশন ফর ওয়েলফেয়ার সার্ভিস, ঢাকা	৩,৫০,০০০/-	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৩৪	উদ্ভাবনী সমাজ কল্যাণ সংস্থা, ঝিনাইদহ	৩,৫০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ
৩৫	বেসিক অগানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটারিয়েন এইড্ ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট
৩৬	পাঁজিয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা, যশোর	৩,৫০,০০০/-	দরিদ্রদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক হস্তশিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান	কেশবপুর, যশোর
৩৭	ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অব ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড (এনএফএডিএইচ), গাজীপুর	৩,৫০,০০০/-	প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
৩৮	হাড়িভাসা ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ ফেডারেশন, পঞ্চগড়	৪,০০,০০০/-	ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	পঞ্চগড় সদর
৩৯	দাড়িয়াল ইউনিয়ন জনকল্যাণ সংস্থা, বরিশাল।	৩,৫০,০০০/-	সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ	বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৪০	আদর্শ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ময়মনসিংহ	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৪১	দিশারী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ভোলা	৪,০০,০০০/-	উপকূলীয় অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে ছাগল প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	চরফ্যাশন, ভোলা
৪২	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুর	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	মেহেরপুর সদর
৪৩	বুপালী আদর্শ দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা, সিরাজগঞ্জ	৪,০০,০০০/-	গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
৪৪	উপমা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, জয়পুরহাট	২,০০,০০০/-	দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ	জয়পুরহাট সদর
৪৫	সোস্যাল ইউনিটি ফর নেইবারহুড (সান), ভোলা	২,০০,০০০/-	দরিদ্র পরিবারের মাঝে গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	বোরহানউদ্দিন, ভোলা
৪৬	আহমদ নগর কমপ্লেক্স (আনক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২,০০,০০০/-	সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪৭	নিকুঞ্জ বস্তি উন্নয়ন সংস্থা (নিবুস), রাজশাহী	২,০০,০০০/-	দরিদ্র পরিবারের মাঝে বকনা গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	পবা, রাজশাহী
৪৮	সেপ বাংলাদেশ, দিনাজপুর	২,০০,০০০/-	বকনা গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	বিরামপুর, দিনাজপুর
৪৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, বগুড়া	২,০০,০০০/-	সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	বগুড়া সদর
৫০	হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সিলেট	২,০০,০০০/-	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের মাঝে বকনা গাভি পালন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ	জকিগঞ্জ, সিলেট
৫১	সোস্যাল অর্গানাইজেশন ফর ভলান্টারী এডভান্সমেন্ট (শোভা), ফরিদপুর	২,০০,০০০/-	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	ভাংগা, ফরিদপুর
৫২	মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, চুয়াডাঙ্গা	২,০০,০০০/-	দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
	সর্বমোট	১.৭৬ কোটি		

বিএনএফ-এর অনুদানে সুফলভোগীগণের জীবনমানের উপর প্রভাব মূল্যায়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপর ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের লক্ষ্যে স্বনামধন্য গবেষণা সংস্থা গ্লোসি মিডিয়া জেবি উইথ দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা.) লি.-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের খসড়া প্রতিবেদনে কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত দিয়েছে :

ভালনারেবলিটি ট্রাস ও দারিদ্র্যবিমোচন :

অনুদান পাওয়ার পর সুফলভোগীগণের মধ্যে অতিদারিদ্র্যের হার ৭৫% থেকে কমে ৩৪% এ নেমে এসেছে। পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ৩৬.৯% থেকে বেড়ে ৮৮.৮৩% হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা মেটানোর ক্ষমতা ৪৩.১৫% থেকে বেড়ে ৮৯.৪৯% এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ৪৬.০৮% থেকে বেড়ে ৯১.৪৯% সুফলভোগী এখন নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যয় মেটাতে সক্ষম। অনুদান পাওয়ার আগে ৬১.০৪% পরিবার মাটির ঘরে বাস করতেন, যা বর্তমানে ৩৪.৭১% এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে, আধা-পাকা ঘরের সংখ্যা ৩৭.৯% থেকে বেড়ে ৫৯.৩৮% এ উন্নীত হয়েছে।

সুফলভোগীগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা :

অনুদান গ্রহণের পর সুফলভোগীগণের মাসিক গড় আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৪১% পরিবারের আয় এখন নিম্নস্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে; সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা

৬১.৮৪% থেকে বেড়ে ৯৩.২৮% হয়েছে। যৌতুক বিরোধী আইন সম্পর্কে সচেতনতা ৫২.৯৩% থেকে বেড়ে ৮৭.৩% এবং বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে সচেতনতা ৫৫.৭৮% থেকে বেড়ে ৮৯.০৩% এ উন্নীত হয়েছে। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে, পাকা ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার ৫.৯৮% থেকে বেড়ে ৪০.৮২% এ পৌঁছেছে। বর্তমানে ৯৭.৯৪% সুফলভোগী নিরাপদ পানি ও জলের উৎস হিসেবে টিউবওয়েল ব্যবহার করছেন। স্যানিটেশন সচেতনতার ফলে খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার ৪.৪৫% থেকে কমে মাত্র ০.৬৭% এ দাঁড়িয়েছে। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর্থিক সচ্ছলতা ও সঞ্চয় :

অনুদান গ্রহণের ফলে সুফলভোগীগণের সঞ্চয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ৪৮.৮৭% পরিবার প্রতি মাসে কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে সক্ষম। সঞ্চয়কারী পরিবারগুলোর মধ্যে ৭৪.২৯% মাসিক ১,০০০ টাকার কম এবং ২২.০৪% পরিবার ১,০০১ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় করছে। প্রায় ৩০.৪৫% পরিবার বর্তমানে ঋণের সাথে জড়িত, যার মধ্যে ৭৭.২৯% পরিবার এনজিও থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করেছে। গ্রাম্য মহাজন (৫.৪৬%) বা আত্মীয়-স্বজন (৮.৫২%) থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

তথ্য কণিকা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১৯৫টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২১৯.৮২ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ১ লক্ষ ১৯ হাজার (মহিলা ৬২.৯৫ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.২৪ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮৭.৭০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ২০টি
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৬ জন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

০২২২৩৩১৫৩২৭-২৯, ০২২২৩৩১৫৩৩১

Web : www.bnf.gov.bd

E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngofoundation